

জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা জিরিবাম-ইন্ফল নতুন রেললাইন প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি পরিদর্শন

মালিগাঁও, ২৪ আগস্ট : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর জেনারেল ম্যানেজার আশীষ বনসাল সম্প্রতি মর্যাদাপূর্ণ জিরিবাম-ইন্ফল নতুন রেললাইন প্রকল্পের অধিনের জিরিবাম-খংসাং, খংসাং-আওয়াংখুল এবং আওয়াংখুল-ইন্ফল

১২ নম্বর ট্যানেল পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্পটিতে ট্যানেল খনন কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করেন। জিরিবাম-ইন্ফল নতুন রেললাইন প্রকল্পটির মোট দৈর্ঘ্য ১১০.৬২৫ কিলোমিটার এবং এটি উত্তর- পূর্বাঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন



সেকশনগুলোর পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন নির্মাণকাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং প্রকল্পের আলাইনমেন্টের সাথে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে পরিকাঠামো নির্মাণকাজের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করেন। আশীষ বনসাল খংসাং-আওয়াংখুল সেকশন এবং সেখানকার ইয়ার্ডগুলোও পরিদর্শন করেন এ সময় তিনি বিশেষ করে অক্টোবর ২০২৬ এ পরিকল্পিত সিআরএস পরিদর্শনের প্রস্তুতির বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি আরও ২৮ ও

রাজধানী ইন্ফালের সাথে সংশ্লিষ্ট রেল সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে নতুন রেললাইনটি নির্মাণ করা হচ্ছে, যার ফলে রাজ্য ও এই অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। প্রকল্পটির একটি পূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এর বিস্তৃত ট্যানেল-নেটওয়ার্ক। এই প্রকল্পটিতে মোট প্রায় ৬৬.৪৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৫৪ টি ট্যানেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দুর্গম ভূতাত্ত্বিক ও পাহাড়ি এলাকার মধ্য দিয়ে এই ট্যানেলগুলোর নির্মাণকাজ ইঞ্জিনিয়ারিং এসিভমেন্টের ক্ষেত্রে এক

উল্লেখযোগ্য সাফল্য এর জন্য প্রয়োজন উন্নত নির্মাণকৌশল এবং একই সাথে কঠোর সুরক্ষা ও গুণমান নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা। এই প্রকল্পের অধীনে ১৫টি মেজর ও ১১৬টি মাইনর ব্রিজও রয়েছে এর মধ্যে নানোতে নির্মিত সবচেয়ে উঁচু ব্রিজ নং ১৬৪ ও অন্তর্ভুক্ত, যার পিয়ারের উচ্চতা ১৪১ মিটার। রেলওয়ে অ্যালাইনমেন্টের ওপরে ট্রেন এবং রোড যানবাহনের সুরক্ষা ও সুগম চলাচল সহজতর করার লক্ষ্যে এই পরিকাঠামোসহ নির্মাণ করা হচ্ছে। জিরিবাম-ইন্ফল নতুন লাইনে মোট ১১টি রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে। স্টেশনগুলো হল জিরিবাম, ভাঙ্গাইচুংপাও, রানি গাইদিলিউ, কান্বিন হল্ট, থিংগাউ, খংসাং, আওয়াংখুল, ননি, টুপুল, হাচাং রোড হল্ট এবং ইন্ফল। এই স্টেশনগুলো পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসাধারণের জন্য উন্নত রেল সংযোগ ব্যৱস্থা নিশ্চিত করবে এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। এই প্রকল্পটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জিরিবাম - ভাঙ্গাইচুংপাও সেকশনটি ফেব্রুয়ারি ২০১৭-এ চালু করা হয়েছিল এবং ভাঙ্গাইচুংপাও - খংসাং সেকশনটি সেপ্টেম্বর ২০২২-এ চালু করা হয়েছিল। বাকি অংশগুলোর কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করার দিকে

এক মাস ধরে জলবন্দী স্কুল, চত্বরে হাঁস-প্রশাসনের নজর কোথায়!

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৪ আগস্ট : প্রায় এক মাস ধরে জলবন্দী বিদ্যালয়। স্কুল ভবন ঘিরে এক হাটু জল। সেই জলেই ঘুরে বেড়াচ্ছে হাঁস। পাতা, দুর্গন্ধময় নোহা জল পেরিয়েই পিঠে ব্যাগ নিয়ে স্কুলে আসতে হচ্ছে খুদে পড়ুয়াদের। রান্নাঘরও জলমগ্ন। ফলে মিড ডে মিল রান্না হচ্ছে বিদ্যালয়ের বারাদ্দয়া। বার বার জানানো সত্বেও জমা জল নিষ্কাশনে কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ। প্রশাসনের এমন চরম উপেক্ষায় নয়াগ্রামের কেতকীনেশিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কার্যত নিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেই চলছে পড়নো। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় এক মাস ধরে স্কুল চত্বর ও চারপাশে জল জমে রয়েছে। জল পেরিয়েই প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসছে ৩৬ জন পড়ুয়া। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়েছিল যে, প্রথম দিকে স্থানীয় একটি ক্লাবঘরে অস্থায়ী ভাবে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কিন্তু ওই ক্লাবঘরে সৌহার্দের বাসা থাকায় পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ফের জলমগ্ন বিদ্যালয়েই ক্লাস শুরু করতে হয়। এখন স্কুলের চারপাশে থইথই জল। তার মধ্যেই চলছে পঠনপাঠন। দীর্ঘদিন ধরে জল জমে থাকায় তেরি হয়েছ পচা গন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যালয় চত্বরে জমে থাকা জলের মধ্যে হাঁস ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই জল পেরিয়েই ছোট ছোট পড়ুয়াদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। অভিযোগ, গত বছর বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তা কংক্রিটের করা হয়। তার পর থেকেই জল নিষ্কাশনের সমস্যা আরও বেড়েছে। রাস্তার জল নে? বিদ্যালয়ের পাশে জমছে। কিন্তু বের হওয়ার পথে না থাকায় সেই জল দিনের পর দিন জমে থাকছে। বর্ষার সময় প্রতি বছরই এই সমস্যা হয় বলে অভিভাবকদের



পড়ায় রান্নাঘর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে বিদ্যালয়ের বারাদ্দয়াই রান্নার কাজ চলছে। বিদ্যালয়ে রয়েছেন দু’জন শিক্ষক এবং এক জন প্যারা-টিচার। প্রধান শিক্ষক সত্যভদ্র মাহাতো বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের চারপাশে জল জমে রয়েছে। বিষয়টি ব্রুক প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে দ্রুত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অভিভাবকদের আশঙ্কা, দীর্ঘদিন ধরে নোংরা জল জমে থাকায় রোগজীবাণু ছড়তে পারে। ছোট পড়ুয়াদের ওই জল পেরিয়ে প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াতও ঝুঁকিপূর্ণ। তাদের প্রশ্ন, এক মাস ধরে এমন পরিস্থিতি চলার পরেও প্রশাসনের নজর কেন পড়ছে না? পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে দ্রুত বিদ্যালয় চত্বর থেকে জমা জল সরানোর দাবি জানিয়েছেন তারা।

কামল করলেন অধীর চৌধুরী, কংগ্রেস নেতার হাত ধরে খুলিয়ান পুরসভার চ্যোরম্যান-ভাইস চ্যোরম্যান এলেন কংগ্রেসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৪ আগস্ট : আবার একবার মুর্শিদাবাদ জেলায় শক্তি বাড়াচ্ছে কংগ্রেস। সম্প্রতি অধীর চৌধুরীর হাত ধরে বড়ো৷ পঞ্চায়েত সমিতি দখল করেছে কংগ্রেস। রবিবার বিকালে মালদা দক্ষিণের কংগ্রেসে সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত খুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান ইনজামামুল ইসলাম রাজা এবং ভাইস চেয়ারম্যান খায়রুল ইসলাম সহ মোট পাঁচজন কাউন্সিলর কংগ্রেসে যোগ দিলেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান একসঙ্গে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় পুরসভা বর্তমানে কংগ্রেসের দখলে এলো। ২১ আসন বিশিষ্ট খুলিয়ান পুরসভায় চেয়ারম্যান ইনজামামুল ইসলামের বিরুদ্ধে গত ৪ আগস্ট ১৩ জন কাউন্সিলার অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। যদিও এরপর ১৪ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান অনাস্থা প্রস্তাবে

কোনও বৈঠক ডাকেননি। সূত্রের খবর, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাব সহী করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম খাইরুল ইসলাম। খুলিয়ান পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান সুমিত্র সাহাকে গত ১০ মাস আগে অপসারণ করার পর ওই পদটি খালি ছিল। ইনজামামুল ইসলাম হঠাৎই সেই পদে খায়রুল ইসলামকে বসিয়ে দেন। আজ অধীর চৌধুরীর হাত ধরে খুলিয়ান পুরসভার একধিক ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের স্বামীরা সহ পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান একসঙ্গে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। খুলিয়ানের মাটিতে এগিয়ে রাজনৈতিক যোগদান সভায় পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান ছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহ-ভোগধিপতি বব্বিচুর রহমান সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতা ইউসুফ হোসেন, সঞ্জয় জেন, মনিরুল ইসলাম, আনিকুল ইসলাম সহ শতাধিক তৃণমূল নেতা ও কর্মী আজ অধীর চৌধুরীর হাত

ধরে কংগ্রেসে যোগ দেন। খুলিয়ান পুরসভায় কংগ্রেস হঠাৎ করেই শক্তি বিকলেও এখনও হাল ছাড়বেই নারাজ বিরোধী শিবির। তাদের দাবি চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান একসঙ্গে কংগ্রেসে যোগদান করলেও পুরসভা এখনই কংগ্রেসের হয়ে যাচ্ছে না। ইনজামামুল ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীতে বর্তমানে ১৬ জন কাউন্সিলর রয়েছেন বলে তাদের দাবি। চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান এখনও পুরসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের দিন খিঁচ না করায় ইতিমধ্যেই বিরোধী গোষ্ঠী কলকাতা হাইকোর্টে ধারস্থ হয়েছেন। তাদের আশা আগামী ২৬ আগস্টের পর গোটা চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে এলাকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল নেতা এবং জনপ্রতিনিধিরা একসঙ্গে কংগ্রেসের যোগদান করায় খুলিয়ান জুড়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোষণোল পড়ে গেছে। খুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য নেতাকর্মীদেরকে কংগ্রেসের পতাকা ধরিয়ে দলে বরণ করে অধীর চৌধুরী বলেন, কৃষ্ণ লোক নিজের ভুল স্বীকার করে কিন্তু সত্যি সত্যি সত্যি করে কংগ্রেসে এসে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করতে চাইছে। তাই দলের কর্মী হিসেবে আংবারে দায়িত্ব নিজের ভুল বুঝতে পেরে যারা ফিরে আসছে এবং সত্যতা ও নায়ের পথে চলতে চাইছে তাদেরকে একটা সুযোগ দেওয়া। তাই আমরা এদের সকলকে সুযোগ দিচ্ছি। আজ শয়ে শয়ে মানুষ আমাদের দলে যোগদান করছেন। অধীর চৌধুরী বলেন, কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য সাধারণ মানুষের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু সরকার সেটা রুখে দিতে চাইছে। আমরা সেই অর্থে কোনও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান আমাদের পক্ষে আনার জন্য উৎসাহিত নই। পঞ্চায়েত প্রধান বা পুরসভার চেয়ারম্যান আমাদের দলে যোগদান করলে কি না নিয়ে আমাদের মাথা ব্যাথা নেই। তবে আমরা চাই তৃণমূল কর্মীরা নিজের ভুল বুঝে আমাদের সঙ্গে আসুক। কংগ্রেস কংগ্রেসকে শক্তিশালী করা দরকার।



ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এবং ডানলপ পাল্লার ইউথ ক্লাবের সহযোগিতায় ডানলপ মেডে ট্রাফিক নিয়ম এবং সচেতনতার উপর একটি আলোচনা সভা হয় এবং ট্রি হেলমেট ডিস্ট্রিবিউশন করা হয় । উপস্থিত ছিলেন সি পি ট্রাফিক রাজনারায়ণ মুখার্জি এবং বারানদীরের বিধায়ক সজল ঘোষ এবং সংস্থার আহ্বায়ক সুরজিৎ সিং । চিঠি থেকে বেরোনোর আগে হেলমেট পড়ে টি হুইলার চালানোর অনুরোধ করেন টি হুইলার যাত্রীদের এবং ট্রাফিক নিয়ম মানার অনুরোধ করেন সকলকে । ছবি- সুলল সাহা।

৪৮ ঘণ্টার ধর্মঘটে ব্যাহত ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতের স্বাভাবিক কার্যক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৪ আগস্ট : কবী-সংস্থা বৃদ্ধি, শূন্যপদে নিয়োগ-সহ একাধিক দাবিতে সোমবার ও মঙ্গলবার ৪৮ ঘণ্টার ধর্মঘটে সমিতি হলেন ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতের কর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গ আদালত কমিটির সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ কর্মচারী সমিতির যৌথ সমর্থনে রাজ্য জুড়ে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। স্বগঠনের দাবি, ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতের ১০০ শতাংশ কর্মী ধর্মঘটে সামিল হওয়ায় আদালতের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হবে। নিচায়ত্রাধীদের সমায়িক অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন আদোলনকারীরা। কর্মীদের অভিযোগ, ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা আদালত থেকে পৃথক হয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত গঠিত হয়। ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট নতুন ভবনের উদ্বোধন হচ্ছে পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও কবী নিয়োগে প্রশাসনিক উদাসীনতা রয়েছে। এখনও প্রায় ৪০০ শতাংশ পদ শূন্য। অতিরিক্ত জেলা ও দারজা আদালতের সেরেদারদের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদেও নিয়োগে বহি বর্জন দাবি। ২০২৪ সালে চালু হওয়া পারিবারিক আদালতও স্থায়ী ও স্বতন্ত্র কর্মী ছাড়াই চলছে বলে অভিযোগ।

মিউন্ট্রেন আবেদনকারী রায়চের নামঃ সুমিত্র রায় / অমির রায়
চিকানাঃ বোদা পাড়া, মন্ডলঘাট, জলপাইগুড়ি গ্রহীতাঃ
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 5571 নং বহিঃ 28.11.23 নং বহিঃ
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ 143- 1988.01
নামজারি কেস নং: MN/ 2026/0702/6880 / 6881
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরেউক্ত মিউন্ট্রেন এর বিষয়ে বক্তব্য/ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সারস সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্থার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অনান্য আদমি অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাপ এবং ব্যতিয়াস সহী ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও টিকানা নিম্নরূপঃ
মোজা-বর্খাদিয়া, সিট নং-02, R.S.দাগ নং- 151 L.R.- 247, 246, 305, 306, 281, 282 মোট জমি 145.5
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্থার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত) বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ সুমিত্র রায় / অমির রায়
চিকানাঃ বোদা পাড়া, পোঃ মন্ডলঘাট, জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৫৫৩২২

KAUSHAL INVESTMENTS LIMITED
Regd. Office: 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D-8, Kolkata-700001
Email:info@kaushalinvest.com; Website: www.kaushalinvest.com
CIN: L65993WB1981PC033363

Notice of Special Window for Transfer and Dematerialization of Physical Shares
Notice is hereby given that pursuant to the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. HO/38/13/1 (2)2026-MIRSD-POD/13750/2026 dated January 30, 2026 ("SEBI Circular"), a Special Window is open for a period of one year, from February 05, 2026 to February 04, 2027 to facilitate transfer and dematerialization of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019. Investors who have missed the earlier deadline are encouraged to take advantage of this opportunity. During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the Listed Company/RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer- cum-demat requests. The eligible investors can submit their requests along with requisite documents to the Company: Kaushal Investments Limited at 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D-8, Kolkata-700001. E-mail: info@kaushalinvest.com. For further details, please refer SEBI Circular available at Company's website www.kaushalinvest.com

For Kaushal Investments Limited
Sd/-
Virendra Gupta
Company Secretary & Compliance Officer

VIRAT LEASING LIMITED
Regd. Office: 1, Crooked Lane, 3rd Floor, Room No-324, Kolkata-700 069
Court. Office: Jadida Town, 3, Bentinck Street, Room No. D-8, Kolkata - 700001
Email: info@vll.co.in; Website: www.vll.co.in
CIN: L65910WB1984PLC098684

Notice of Special Window for Transfer and Dematerialization of Physical Shares
Notice is hereby given that pursuant to the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. HO/38/13/1 (2)2026-MIRSD-POD/13750/2026 dated January 30, 2026 ("SEBI Circular"), a Special Window is open for a period of one year, from February 05, 2026 to February 04, 2027 to facilitate transfer and dematerialization of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019. Investors who have missed the earlier deadline are encouraged to take advantage of this opportunity. During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the Listed Company/RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer- cum-demat requests. The eligible investors can submit their requests along with requisite documents to the Company: Kaushal Investments Limited at 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D-8, Kolkata-700001. E-mail: info@vll.co.in. For further details, please refer SEBI Circular available at Company's website www.vll.co.in

For Virat Leasing Limited
Sd/-
Manisha Khandelwal
Company Secretary & Compliance Officer

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৪ আগস্ট : আজ মালদা টাউন হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত জেলা স্তরীয় সেমিনার ও কৃষক সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন

মিউন্ট্রেন আবেদনকারী রায়চের নামঃ অন্তর্যমিত্র রায়
আমোক্তারনামা দাতাঃ মমিক রায়
চিকানাঃ নাথির পাড়া, পাড়াপাড়া, জলপাইগুড়ি গ্রহীতাঃ অন্তর্যমিত্র রায়
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 146 নং বহিঃ 18.11.15 নং বহিঃ
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ 1628- 11.04.16
নামজারি কেস নং: MN/2026/0702/7147
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরেউক্ত মিউন্ট্রেন এর বিষয়ে বক্তব্য/ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সারস সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্থার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অনান্য আদমি অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাপ এবং ব্যতিয়াস সহী ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও টিকানা নিম্নরূপঃ
মোজা- বর্খাদিয়া, সিট নং-27, R.S.দাগ নং- 469 L.R. দাগ 755, L.R. Khatian 1218 জমির পরিমাপ ১২.1 টা (আদেশ নং- ১০০০- I.S./২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্থার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত) বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ অন্তর্যমিত্র রায়
চিকানাঃ নাথির পাড়া, পাড়াপাড়া, জলপাইগুড়ি, পিন-৭৫৫১৩২

মিউন্ট্রেন আবেদনকারী রায়চের নামঃ দিগ্গাহা সা, পিতাঃ মম্বশ সা.
খদমোক্তারনামা দাতা ও দারীঃ
১) শ্রীমতী ইলা ভট্টাচার্য, স্বামী- প্রসাদ বরেন ভট্টাচার্য।
২) শ্রীমতী সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৩) শ্রীমতী ইলা ভট্টাচার্য, স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৪) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৫) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৬) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৭) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৮) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৯) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১০) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১১) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১২) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১৩) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১৪) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১৫) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১৬) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১৭) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১৮) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১৯) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
২০) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
২১) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
২২) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
২৩) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
২৪) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
২৫) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
২৬) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
২৭) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
২৮) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
২৯) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৩০) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৩১) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৩২) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৩৩) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৩৪) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৩৫) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৩৬) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৩৭) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৩৮) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৩৯) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৪০) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৪১) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৪২) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৪৩) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৪৪) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৪৫) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৪৬) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৪৭) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৪৮) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৪৯) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৫০) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৫১) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৫২) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৫৩) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৫৪) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৫৫) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৫৬) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৫৭) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৫৮) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৫৯) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৬০) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৬১) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৬২) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৬৩) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৬৪) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৬৫) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৬৬) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৬৭) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৬৮) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৬৯) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৭০) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৭১) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৭২) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৭৩) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৭৪) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৭৫) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৭৬) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৭৭) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৭৮) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৭৯) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৮০) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৮১) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৮২) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৮৩) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৮৪) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৮৫) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৮৬) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৮৭) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৮৮) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৮৯) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৯০) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৯১) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৯২) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৯৩) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৯৪) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৯৫) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৯৬) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৯৭) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৯৮) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
৯৯) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১০০) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১০১) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১০২) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১০৩) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১০৪) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১০৫) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীমতি বনসাল।
১০৬) শ্রী শ্রীমতি সুপ্রতি সরকার (ভট্টাচার্য), স্বামী- শ্রী শ্রীম